মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জ্যেষ্ঠ দুই নেতার অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর দর্শনা পৌরবাসীর আয়োজনে দর্শনা রেলবাজার বটতলায় ও পৌর এলাকার শ্যামপুরে এ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী (সা.) কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না। এসময় তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান।

আরো বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেত্রী নুপুর শর্মা কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির দায়ে ভারত সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এছাড়াও ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই নেতার কটুক্তির প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান দর্শনা পৌরবাসী।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেন নুপুর শর্মা। পরে একই বিষয়ে টুইটারে পোস্ট দেন নাভিন কুমার জিন্দাল। এ বক্তব্য নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ফেসবুকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দর্শনা রেল বাজার বটতলায় শিমুল ও দর্শনা থানা স্বেচ্ছাসেকলীগের সভাপতি ইসলামুল হক আল আমিনের নেতৃত্বে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শরিফুল মেম্বর, শফি কামাল, বাপ্পা, জুয়েল, রায়হান, রানা, আশিকুর, ইউনুস, আরিফুল, পলাশ, কবির সিডিএ, আরিফ, প্রান্ত, আরিফুল, বাদল, সাইদ, ফারুখ, করিম, শাফিন।

অপরদিকে শ্যামপুর কেদ্রীয় মসজিদ কমিটির সভাপতি জয়নাল আবদিন কচি, সাধারন সম্পাদক আরিফ বিশ্বাস, দর্শনা পৌর ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলে অংশ নেয় রাসুল প্রেমিক তৌহিদী জনতা।।

মহানবী (সা:) কে কটূক্তির প্রতিবাদে কার্পাসডাঙ্গায় মানববন্ধন

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ধর্ম প্রিয় মুসল্লিরা এ মানববন্ধন করেন। কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের মোড় থেকে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে বাজারের বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষ বাজার পয়েন্টে গিয়ে এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয় সাধারণ মুসল্লিরা।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে ভারতীয় বিজেপি মুখপাত্র নুপুর শর্মা ও প্রবীন কুমার জিন্দাল আপত্তিজনক ও অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে সাধারণ মুসল্লিরা বলেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে। আমরা ইসলাম ধর্ম পালন করলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকি কিন্তু কিছু কুচক্রী মহল ইসলাম ধর্ম নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন সময় নানা রকম মন্তব্য করেন।

এ সময় মুসল্লিরা ‘বিশ্ব নবীর অপমানে যদি না কাঁদে তোর মন, মুসলিম না মুনাফিক তুই নবীর দুশমন’ এ স্লোগান দিতে থাকে।

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির সংবাদ সম্মেলন

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তার পরিবারকে অবমাননাকর মন্তব্য করায় প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখা।

শুক্রবার বিকালের দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার জামে মসজিদে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন।

এছাড়াও এসময় জেলা ইমাম সমিতির প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওহাব, ইদ্রিস আলীসহ অন্যান্য ইমামগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে নবীকে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া নওপাড়া গ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এলাকাবাসী। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কুটুক্তি করার প্রতিবাদে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় ক্ষমতাসীন দলের মুখপাত্র বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার বিচার ও ভারতীয় সকল পণ্য বর্জনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে

মিলিত হয় ভাটপাড়া ও নওপাড়া গ্রামবাসী।

শুক্রবার দুপুরে জুম্মাার নামাজের পর ভাটপাড়া ফূটবল মাঠ থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম জাহিদ আল হাবিবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন ধলা জামে মসজিদের ইমাম মোঃ কারউল ইসলাম,ষোলমারি জামে মসজিদের ইমাম হাসানুজ্জামান সিদ্দিকী, ভিটাপাড়া জামে মসজিদের ইমামম ফিরোজ আহাম্মেদ প্রমুখ।

বিজেপি নেত্রী নুপুর শর্মার প্রতিকৃতিতে জুতা স্যান্ডেল নিক্ষেপসহ বিচার দাবী করা হয় এবং ভারতীয় পন্য বর্জনের ঘোষনা দেন বিক্ষোভকারীরা। সেই সাথে সরকারি ভাবে প্রতিবাদের দাবী জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় ট্রেন চালককে মারপিটের ঘটনায় ৫ জন বহিষ্কার, দাবি না মানলে ধর্মঘটের ডাক

আলমডাঙ্গায় মালবাহী ট্রেনের সহকারী চালক (লোকো মাস্টার) জুনায়েদুর রহমানকে মারধর করায় রেলওয়ের পাঁচ কর্মীকে (ওয়েম্যান) সাময়িক বরখাস্তের ঘটনায় মানবন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে রেল শ্রমিকরা। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার না করলে ধর্মঘটের হুশিয়ারী দেয় তারা।

শুক্রবার (১০ জুন) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের অদূরে রেললাইনের উপর মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে। এসময় যাত্রীবাহী ট্রেন আটকানোর চেষ্টা করলে প্রশাসনের তৎপরতায় ভেস্তে যায়।

মানববন্ধনে শ্রমিক হুমায়ন কবির বলেন, লাল ব্রিজের উপর ২৫-৩০ শ্রমিক মেরামত কাজ করার পূর্বে স্টেশন মাস্টারকে আমরা মেসেজও

দিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের নিরাপত্তার জন্য ব্রিজ থেকে প্রায় ৪০০ মিটার দূরে লাল পতাকা তুলে রাখেন রেল শ্রমিকেরা।

বিকেল ৩টার দিকে দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী পাথর বোঝাই একটি মালবাহী ট্রেন লাল ব্রিজের কাছে পৌঁছালে লাল পতাকা ভেঙ্গে ট্রেন চলে আসে। এর কিছুপর আরেকটি ফ্ল্যাগ ভেঙে স্পিড বাড়িয়ে ব্রিজে প্রবেশ করে। এ সময় প্রাণ রক্ষায় ব্রিজ থেকে শ্রমিকরা লাফ দেন।

কেউ কেউ ব্রিজের রড ধরে ঝুলে পড়েন। ব্রিজের উপর শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে ট্রেনটি থামিয়ে দেয় চালক। আমি সব আহত হয় কয়েক শ্রমিক।

এরপরও আমাদের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা আশ্বাস দেন তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। তোমাদের কোন সমস্যা হবেনা। কিন্তু রাত ২ টার পর আমাদের ৫ শ্রমিককে কেন বরখাস্ত করা হলো? এর বিচার চাই।

তিনি আরও বলেন, মানববন্ধন চলাকালীন সময়ে জানতে পারি পাকশী বিভাগীয় কর্মকর্তারা চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আশ্বস্ত করেছেন। শীঘ্রই বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করবে৷

আমরা শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি প্রতিকার না পায় তাহলে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হবো। এছাড়াও মানববন্ধনে বেতন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া বিষয় তুলে ধরেন শ্রমিকরা।

এসময় শ্রমিকরা যাত্রীবাহী ট্রেন আটকে দেয়ার চেষ্টা করলে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মাহব্বুর রহমানের আশ্বাসের সরে আসে তারা।

প্রসংঙ্গত: গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আলমডাঙ্গা লাল ব্রিজের উপর প্রায় ৪০০ মিটার দূরে লাঠির সাহায্যে লাল পতাকা তুলে রাখেন রেল শ্রমিকেরা। বিকেল ৩টার দিকে দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সিরাজগঞ্জগামী পাথর বোঝাই একটি মালবাহী ট্রেন লাল ব্রিজের কাছে পৌঁছালে লাল পতাকা তুলে ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টা করেন শ্রমিকরা।

রেল শ্রমিকেরা ব্যর্থ হলে ট্রেনটি লাল ব্রিজের কাছে থাকা আরেকটি ফ্ল্যাগ ভেঙে ব্রিজে প্রবেশ করে। এ সময় প্রাণ রক্ষায় ব্রিজ থেকে

শ্রমিকরা লাফ দেন। কেউ কেউ ব্রিজের রড ধরে ঝুলে পড়েন। শ্রমিকদের চিৎকারে ও সামনে রেললাইন সংস্কারের ট্রলি দেখে থেমে যায় ট্রেনটি।

এ সময় উত্তেজিত হয়ে ট্রেনের প্রধান চালক আমিনুল ইসলাম ও সহকারী চালক জোনায়েদকে মারধর করেন উত্তেজিত শ্রমিকরা। মারধরের প্রতিবাদে লাইনের উপর বন্ধ করে রাখা হয় ট্রেনটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শক করেন পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের একটি টিম।

পরে ট্রেন চালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে বিচারের আশ্বাস দেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে সিরাজগঞ্জের উদ্দেশে মালবাহী ট্রেনটি আলমডাঙ্গা ছেড়ে যায়।

রাতেই বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েম্যান, হাফিজ, শহিদুল ইসলাম, মুস্তাফিজ, ছাব্বির ও হুমায়ন এই ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ব্যবস্থাপক শাহিদুল ইসলাম বলেন, কোন স্থানে মেরামতের কাজ হলে যে স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে আসবে সেই স্টেশন মাস্টার ট্রেন চালককে মেরামতে বিষয়টি জানানোর নির্দেশনা রয়েছে।

সে ক্ষেত্রে মালবাহী ট্রেনটি চুয়াডাঙ্গার দর্শনা স্টেশন থেকে ছেড়ে এসেছে, ওই স্টেশন মাস্টার নাজমা পারভীন চালককে মেরামতের বিষয়টি অবগত করেননি। এ কারণে শ্রমিকদের সিগন্যালে চালক গুরুত্ব দেননি বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি।

সত্যতা যাচাইয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছি। প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, প্রাথমিক তদন্তে মালবাহী ট্রেনের সহকারী চালককে মারধরের ঘটনায় পাঁচ ওয়েম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তদন্তে দর্শনা স্টেশন মাস্টার অভিযুক্ত প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে ২২পিচ ফেনসিডিলসহ আরাফাত হোসেন (৩২) ও সোহেল রানা (৩০) নামে দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে উপজেলার চটকাবাড়িয়া ও গোপিনাথপুর মাঠের ক্যানেলের সড়কের ওপর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

আরাফাত হোসেন ঝিনাইদহ শহরের ওয়ারলেস পাড়া এলাকার জাহিদুল ইসলামের ছেলে ও সোহেল রানা চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার রাধিকাগঞ্জ গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে। পুলিশ জানায়, ওই এলাকায় মাদকের কারবার হচ্ছে এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তারা মাদকের কারবারের সাথে জড়িত ছিল।

ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আলমডাঙ্গা এলাকা থেকে একটি মাদকের চালান আসছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে মোটরসাইকেল আরোহী ওই দুই যুবককে তাড়া করে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের সাথে থাকা একটি কাগজের কার্টুনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ২২পিচ ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। মাদকের মামলায় তাদেরকে কোর্টহাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পাখিভ্যান বাঁচাতে গাছের সাথে বাসের ধাক্কা, কয়েকজন আহত

আলমডাঙ্গার জগন্নাথপুরে পাখিভ্যানকে বাচাতে গিয়ে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কার ঘটনা ঘটেছে। এতে বাসের বেশ কয়েজন যাত্রী আহত হয়েছে। আহতরা স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রে

চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

আজ শুক্রবার (১০ জুন) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া মহাসড়কের জগন্নাথপুর এলাকায় এঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুল গাফফার। তিনি বলেন, কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস জগন্নাথপুর পৌছালে সামনে পাখি ভ্যান চলে আসে। এসময় পাখি ভ্যানকে বাচাতে বাসটি কড়া ব্রেক করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লাগে।

এতে সামনের দোকানের সামান্য ক্ষতি হলেও বড় দূর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাই স্থানীয়রা। বাসের কয়েকজন যাত্রী আহতের খবর পাওয়া গেছে। যার যার মত চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

তিনি আরও বলেন, বাসের সামনের গ্লাস ভেঙ্গে গেছে। গাছ না থাকলে হয়তো বড় দূর্ঘটনা ঘটতে পারতো।

কোর্ট মসজিদ মার্কেটের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ মোনাজাত

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ক্ষতিগ্রস্ত করায় ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত করেছে হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে কোর্ট মসজিদ মার্কেটের সামনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য এ বিশেষ দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু, মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, সহ সভাপতি মোমিন, সদস্য রাশেদ,মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক শহরের কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দেওয়া, নির্যাতন চালানো ও ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং সাংবাদিকগণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনে গত বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ মুনসুর আলম খানের অপসারণের দাবি ও মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিয়ে ৫ দিনের কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়।

ঘোষিত কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার জুম্মার নামায শেষে বিশেষ মোনাজাত করেন তারা। এছাড়াও ১১ জুন শনিবার সকাল ১১ টায় ২৫ মিনিট কালো পতাকাসহ দোকান বন্ধ রাখা, ১২ জুন রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় কাফনের কাপড়সহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং ১২ জুন তারিখের সমাধান না হলে ১৩ জুন থেকে আমরণ অনশনসহ হরতালের ডাক দেওয়া হবে বলে জানানো হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন। এতে প্রায় ২৫-৩০ জন ব্যবসায়ীর পথে বসার উপক্রম হয়েছে।

মেহেরপুরের শিবপুরে সংঘর্ষে দুইজন আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কবরস্থানের জায়গা জবরদখল থেকে মুক্ত করা নিয়ে সৃষ্ট সংঘর্ষে দুই জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন একই গ্রামের নইমুদ্দিনের ছেলে মসলেম (৫৫) ও গজলুর ছেলে সুজন (২২)। শুক্রবার দুপুরে শিবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শিবপুর কবরস্থানের ৬ কাঠা জায়গা বজলুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। এবিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর সাথে বজলুর রহমানের ঝামেলা চলে আসছে। সম্প্রতি

কবরস্থানের উন্নয়নে একটি বরাদ্দ আসে। আজ বাদ জুম্মা বিষয়টি নিয়ে সকলে মিলে আলোচনা হবার কথা।

আলোচনার শুরুতেই কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এলাকাবাসী বজলুর রহমানের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং গ্রামের লোকজন গোরস্থানের সামনে সমবেত হতে শুরু করলে বজলুর নেতৃত্বে, গাজলু, হাসেম ও সুজন গ্রামবাসীর উপর ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এ সময় সেখানে সংঘর্ষ বেধে যায়। এসময় ইটের আঘাতে মসলেম রক্তাক্ত জখম হয় ও সুজন আহত হয়। এসময় গোরস্থানের সামনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে সদর থানার ওসি শাহ দারা খানের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আলোকবর্তিকা ড. মোখলেছুর রহমান

সমাজের অবহেলিত মানুষের কাছে একটি আলোকবর্তিকা ড. মোখলেছুর রহমান। একজন মানবতাবাদী, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও সমাজ সেবক ড. মোখলেছুর রহমান এলাকার প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ও দারিদ্র বিমোচনে রাখছেন অসামান্য অবদান।

জন্মেছিলেন গাংনী উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে। মায়াময় ছাঁয়া ঢাকা করমদি গ্রামে। প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মেও এখন তিনি বিশ্ববরেণ্য হয়ে উঠেছেন। শুধূ স্বাস্থ্য চিকিৎসা, শিক্ষা নয়, এলাকার উন্নয়নও রয়েছে তার কৃতিত্ব।

বর্তমানে তিনি জাপান ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিক্সের প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে জাপানে কর্মরত রয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ, সন্ধানী মেডিকেল স্কুল, সন্ধানী নার্সিং ইন্সটিটিউট, সন্ধানী সংস্থার বৃত্তি ও সেলাই কার্যক্রম, সন্ধানী হাসপাতালসহ একাধিক প্রতিষ্ঠান। শুধু দেশেই নয়, জাপানেও তিনি তৈরী করেছেন

বাংলাদেশ টো থে স্নাগো খাই নামের প্রতিষ্ঠান।

১৯৫৫ সালে ১ জুলাই করমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক এর পর্ব শেষ করে মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসাবে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৪ সালে জাপান সরকারের মনবুশো স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে চলে যান। কিউশু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি ও পিএইচডি অর্জন করেন। পরে তিনি জাপান ইউনিভার্সিটি অব ইকোনমিক্স এ প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০২১ সালে অবসর গ্রহণ করার পর কোদো ইন্টার্নেশনাল কলেজ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। এর আগে ড. মোখলেছুর রহমান ১৯৯৮ সালে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেছেন। ড. মখলেছুর রহমান মূলত মানবহিতৈশী সমাজভাবুক ও স্বপ্নবান শিক্ষা চিন্তক।

ছবি ও তথ্য জুলফিকার আলী কানন